চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ০৭.০৮.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অক্সিজেনের ভাঙা সেতু পুনর্নির্মাণ করবে চসিক: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রামের অক্সিজেন এলাকায় শীতল ঝরনাখালের ওপর অবস্থিত পুরনো সেতুটি ধসে পড়ার ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।বৃহস্পতিবার সকালে সেতুটি ধসে পড়ার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি সেতুটি পুনর্নির্মাণের ঘোষণা দেন।পরিদর্শনকালে মেয়র জানান, "এই সেতুটি প্রায় ৫০ বছর পুরোনো। আমরা বর্ষার পরে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করেছিলাম। প্রকল্পটির ব্যয় হতে পারে আট থেকে নয় কোটি টাকা। বর্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কাজ শুরু করব।"তিনি আরও বলেন, "এটি এক বছরের মধ্যে নির্মাণ করা হবে। পুরনো সেতুটির জায়গায় ২০ ফুট প্রশস্ত ব্রিজের পরিবর্তে ৬০ ফুট প্রশস্ত একটি নতুন ব্রিজ নির্মাণ করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে ভারী যানবাহনের চাপেও সেটি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।"এসময় মেয়র জনগণকে সাময়িক ভোগান্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "আমরা ট্রাফিক বিভাগকে অনুরোধ করেছি ভারী যান চলাচলের জন্য বিকল্প রুট নির্ধারণ করতে। ডিসি ট্রাফিক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা ইতিমধ্যেই নাসিরাবাদ হয়ে একটি অল্টারনেটিভ রোড প্রস্তুত করেছেন, যেখানে ভারী যানবাহনগুলো চলবে। অক্সিজেন এলাকা দিয়ে শুধুমাত্র হালকা যান চলাচল করবে।"পরিদর্শনকালে মেয়রের সাথে ছিলেন প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী রিফাতুল করিমসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

নগরীর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন চলমান থাকবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল সল্টগোলা মোড় থেকে নিমতলা মোড় পর্যন্ত রাস্তা, ড্রেন, স্ল্যাব ও ফুটপাতের পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। বৃহস্পতিবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মেয়র জানান, প্রায় ১৭৫০ মিটার দীর্ঘ এই প্রকল্পের অধীনে সড়ক উন্নয়নের পাশাপাশি জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও ফুটপাত উন্নয়ন করা হবে। মেয়র বলেন, ইনশাআল্লাহ, আমরা ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে—অর্থাৎ এ বছরের মধ্যেই প্রকল্পটির কাজ শেষ করতে পারব বলে আশা করছি। আমরা সবসময় চেষ্টা করছি চট্টগ্রামের উন্নয়নে গত ১৫-২০ বছর ধরে যে প্রতিবন্ধকতা ছিল, সেগুলো কাটিয়ে এগিয়ে যেতে। "চট্টগ্রাম শহরে দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতার একটি বড় সমস্যা ছিল। আমরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে এই এলাকার সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছি। মহান রব্বুল আলামীনের অশেষ রহমত ও জনগণের সহযোগিতায় আমরা ইতোমধ্যে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ জলাবদ্ধতার সমস্যা সমাধান করতে পেরেছি। বাকি ৪০-৫০ শতাংশও সমাধান করতে ইনশাআল্লাহ অতি দ্রুত কাজ শুরু করব এবং তা শেষ করতে পারব বলে বিশ্বাস করি।তিনি আরো বলেন, এই বর্ষণের কারণে আমি দেখছি অনেক জায়গায় রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, খানাখন্দ সৃষ্টি হয়েছে। আজকে আমি নিজে এসে সরেজমিনে সব দেখেছি। আমি ইতোমধ্যে সভা করে প্রকৌশল বিভাগকে এসব খানাখন্দ মেরামতের নির্দেশ দিয়েছি। বর্ষাকালের পরে যাতে রাস্তাগুলোর পূর্ণাঙ্গ সংস্কার ও অন্যান্য কাজ শুরু করা যায়, সেই প্রস্তুতিও আমরা নিচ্ছি। এতে করে এই এলাকার জনগণ যেন স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করতে পারে, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করবো। এছাড়াও আপনারা বলেছেন, বন্দরের একটি রাস্তা 'ডেডিকেটেড লেন' হিসেবে চিহ্নিত করা দরকার—এই বিষয়টিও আমরা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিচ্ছি। চসিকের প্রকৌশল বিভাগ জানিয়েছে, ৩৮ নং ওয়ার্ডের সল্টগোলা মোড় থেকে নিমতলা মোড় পর্যন্ত রাস্তা, ড্রেন, স্ল্যাব এবং ফুটপাতের কাজের পুনর্বাসন কাজের এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে স্থানীয় সরকার কোভিড-১৯ প্রকল্পের আওতায় যার অর্থায়ন করছে বিশ্ব ব্যাংক **(World Bank)**। প্রকল্পের চুক্তিমূল্য ধরা হয়েছে ১৩ কোটি ১৮ লাখ ৫৯ হাজার ৪৫১ টাকা ৯৯ পয়সা। প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়সীমা ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫, অর্থবছর ২০২৫-২০২৬ এর মধ্যে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশল বিভাগ (অঞ্চল-০৬) এর তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী, হানিফ সওদাগর, কামাল হোসেন প্রমুখ।

জীবনবীমার আওতায় আনা হবে চসিকের পরিচ্ছন্ন কর্মীদের: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ভূমিকা রাখেন বিধায় ধাপে ধাপে চসিকের পরিচ্ছন্ন বিভাগের সব কর্মীকে জীবনবীমার আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র ডা: শাহাদাত হোসেন।
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে কর্মরত বর্জ্য সংগ্রহকারী জনাব মুহাম্মদ ইসমাইল (বয়স ৪৩) গত ৯ মে ২০২৫ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। নগরের পরিবেশ উন্নয়নে অমুল্য অবদান ও শ্রমের প্রতি সম্মান জানিয়ে, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতাধীন স্বাস্থ্যবীমা কর্মসূচির অধীনে তাঁর স্ত্রী পাখি আকতারকে মৃত্যুকালীণ সুবিধা হিসেবে ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক প্রদান করা হয়।এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার টাইগারপাসস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা: শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ভূমিকা রাখেন বিধায় ধাপে ধাপে চসিকের পরিচ্ছন্ন বিভাগের সব কর্মীকে জীবনবীমার আওতায় আনা হবে। এছাড়া চসিকের স্বাস্থ্য বিভাগকে কাজে লাগিয়ে তাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সুবিধাও বাড়ানো হবে।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, শামীমা আকতার, পরিচালক - কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, পার্টনারশিপ এবং কমিউনিকেশনস, ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড, এস এম ফয়সাল, জনসংযোগ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইউনিলিভার, মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, এসিস্ট্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর এন্ড চিফ কর্পোরেট বিজনেস অফিসার, মেটলাইফ, মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন, এসিস্ট্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট কর্পোরেট বিজনেস,মেটলাইফ, আব্দুস সবুর, সহকারি পরিচালক ইপসা ও প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের ফোকাল পারসন ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ । এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ১৮২৭ জন বর্জ্য সংগ্রহকারীর কল্যাণে প্রকল্পটি সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে । মৃত্যুকালীণ ও দূর্ঘটনাজনিত সুবিধা প্রদানের এই পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রতি একটি দায়িত্বশীল ও মানবিক চিত্র তুলে ধরেছে। প্রকল্পটি নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হচ্ছে ও উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে নগরীর ২৫ হাজার টন প্লাস্টিক বর্জ্য, ব্যবস্থাপনার আওতায় এসেছে । প্রকল্পটি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও ইউনিলিভার বাংলাদেরশ লিমিটেডের সহযোগিতায় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ইপসা বাস্তবায়ন করছে । বাংলাদেশে বর্জ্য সংগ্রহকারীদের জন্য ইন্সুরেন্স সেবা এটাই প্রথম ও অন্যতম। অনুষ্ঠানের উপস্থিত সবাই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮